সূচনা

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার বয়স যখন ২০ বছর তখন সেই প্রথম খ্রীষ্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; আমার জীবনে পরিবর্তন আসে। সেই সময় আমি যীশুকে আমার প্রভু বলে স্বীকার করি এবং আমার হৃদয় ও জীবন তাঁর পায়ে সমর্পণ করি। প্রভুকে ভালোবাসি বলে বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করার জন্য সেই সময় থেকেই আমি বহু মানুষের কাছে তাঁর প্রেমের বার্তা বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছি এবং তারা যেন প্রভুতে বেড়ে ওঠে তার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছি।

তবে বেশ কিছু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ও শিষ্য ক'রে তোলার জন্য কিছু সরল ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার অভাব। আর সেই জন্যই আমি বাইবেল ভিত্তিক, খ্রীষ্টকেন্দ্রিক বিষয়গুলিকে এমনভাবে একত্রিত করেছি যাতে তার দ্বারা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া যায়। আমি এবং আমার সাথে আরও অনেকে বেশ কিছু বছর ধরে এইগুলি অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহার করে আসছি।

যদিও এর আগে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অনেক ভালো ভালো বই লেখা হয়ে গেছে তবু আমি চেষ্টা করেছি এমন কিছু লিখতে যা সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে মূল বিষয়গুলি তুলে ধরবে, এবং যা ব্যবহার করা সহজ হবে।
আমার আশা এই পুস্তিকাটি যাকে আমি "পাওয়ার প্যাক" বলে থাকি তা আপনাদের সেই মহান আজ্ঞা পালন করার জন্য সজ্জিত করে তুলবে, যা খ্রীষ্ট প্রতিটি বিশ্বাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তাইজ কর আর আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি সে সমস্ত পালন করতে শিক্ষা দাও"(মথি ২৮: ১৯-২০)।

প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন এবং তাঁর নামের গৌরবার্থে আপনাকে ব্যবহার করুন যেন আপনি আরও অনেককে সাহায্য করতে পারেন, যাতে তারা অনুরূপভাবে আরও মানুষকে প্রভু যীশুর কাছে আনতে পারে এবং তাদের গড়ে তুলতে পারে।

এই "পাওয়ার প্যাকটির আরও কপি পেতে হলে আপনাকে যা করতে হবে:-
১) আপনি নিম্নে প্রদত্ত ঠিকানা থেকে আরও কপি কিনতে পারেন। তবে একটা অনুরোধ, দয়া ক'রে বিষয়গুলির কোনো পরিবর্তন করবেন না।
২) প্রয়োজনে আপনি এটি ছাপিয়ে নিতে দ্বিধা করবেন না। আপনি চাইলে সমস্ত পুস্তিকাটির বা এর যে কোনো অংশের কপি করে নিতে পারেন।
৩) আপনি আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও তা বের করে নিতে পারেন।

অতিরিক্ত কপির জন্য দয়া করে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

Wayne Shuart • 3017 E. Stella Lane • Phoenix, AZ 85016
wayne@PowerPackInfo.com
www.PowerPackInfo.com
© 2006 Shuart Development Company

সূচীপত্র

পবিত্র আত্মা..... ১

খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান..... ২

সফলভাবে সাক্ষ্য প্রদান..... ৩

সাক্ষ্য দেবার জন্য আপনি কিভাবে প্রস্তুত হবেন এবং কিভাবে সাক্ষ্য দেবেন..... ৪

আমার সাক্ষ্য ৫

লক্ষ্য ৬

অবস্থান্তর ও সুসমাচার প্রাচর ৭-৮

শিষ্যত্বকরণ..... ৯-১০

আত্মিক বৃদ্ধি আনতে চারটি কথা ১১

কিভাবে আরও কার্য্যকারীভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেবেন ১২

ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে প্রশিক্ষণ..... ১৩

কিভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করবেন ১৪-১৫

পবিত্র আত্মা ঃ

বিশ্বাসিদের কাছে, পবিত্র আত্মা ও তাঁর কাজকে বোঝার ও জানার চেয়ে, অন্য কোনও বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আমরা যখন পবিত্র আত্মার জীবন ও ক্ষমতা লাভ করি, তখন আমরা খ্রীষ্টের প্রেম ও জীবনকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারি এবং খ্রীষ্টের মহাআজ্ঞাকে পূর্ণ করতে অদ্ভুত ভাবে প্রস্তুত এই।

১। তিনি কে ? তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঐশীসত্তায় তিনি হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তি (মথি ২৮ ঃ ১৯-২০)

২। তিনি হচ্ছে ব্যক্তি (যোহন ৩ ঃ ১৬)

৩। তিনি পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে অনুযোগ করিবেন (যোহন ১৬ ঃ ৮)

৪। তিনি খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন (যোহন ১৫ ঃ ২৬)

৫। পবিত্র আত্মা পথ দেখিয়ে আমাদের সমস্ত সত্যের নিয়ে যাবেন (যোহন ১৬ ঃ ১৩)

৬। তিনি নতুন জন্ম পেতে সাহায্য করেন (যোহন ৩ ঃ ৫, ৬)

৭। তিনি প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসির অন্তরে বিরাজ করেন (৪ করি ৬ ঃ১৯-২০)

৮। তিনি হচ্ছে, ঈশ্বর দত্ত আত্মার দানের উৎস (১ করি ১২ ঃ ১-১১) (রোমীয় ১২ ঃ ৬-৮)।

৯। তিনি হচ্ছেন আত্মার ফলের উৎস (গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩)

১০। তিনি আমাদের খ্রীষ্টের বিষয় সাক্ষ্য দিতে শক্তি যোগান (প্রেরিত ১ ঃ ৮) ।

১১। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে আদেশ দিয়েছেন (ইফিষীয় ৫ ঃ ১৮) ।

খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য যাতে আপনি সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং যাতে খ্রীষ্টের জন্য অনেককে জয় করতে অন্যদের সাহায্য করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করতে আমরা কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই।

১) প্রথমতঃ আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনি নিজে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। আপনি যে অনন্ত জীবন লাভ করেছেন তা ঈশ্বর আপনাকে জানাতে চান (১ যোহন ৫:১৩)।

২) আপনি যদি সত্যি কার্যকরী হয়ে উঠতে চান তবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের চরণে সঁপে দিতে হবে এবং পবিত্র আত্মায় ও তাঁর পরাক্রমে পূর্ণ হতে হবে। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার উদ্দেশ্য হল তাঁর শক্তিতে পূর্ণ হয়ে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দান করা(প্রেরিত ১:৮;৪:৩১;৯:১৭,২০)।

৩) কিভাবে সফলভাবে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় তা শিক্ষা ক'রে প্রয়োগ করুন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ হয়ে যীশু খ্রীষ্টের কথা অপরের কাছে বলুন এবং তার পর ঈশ্বরের হাতে বিষয়টিকে ছেড়ে দিন।।

৪) ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখুন। আপনার উচিত তাঁর বাক্য অন্তরে সঞ্চয় ক'রে রাখা, যেন প্রয়োজনে পবিত্র আত্মা তা ব্যবহার ক'রে কাউকে খ্রীষ্টের কাছে আনতে পারেন (২ তীমথিয় ২:১৫)।

৫) কিভাবে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে হয় তা শিক্ষা করুন যাতে জাগতিক বিষয় দিয়ে শুরু ক'রে আত্মিক বিষয়গুলি প্রকাশ করতে পারেন:- আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য, কিভাবে আপনি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলেন এবং তিনি আপনার কাছে কতখানি অর্থবহ তা বলুন। দেবার জন্য সাথে কিছু ভালো পুস্তিকা রাখুন, এরকম একটি পুস্তিকা যেমন," আপনি কি ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে জানতে চান?"

৬) খ্রীষ্টকে উপহার দেবার আগে মানুষকে পরিত্রাণ দেবার জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা সরলভাবে তুলে ধরুন।

ক) ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন, তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যাতে আপনি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারেন (যোহন ৩:১৬; যোহন১৭:৩)।

খ) মানুষ পাপ করেছে এবং ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে। আর তাই আমরা ঈশ্বরের নাগাল পাই না ও তাঁর ভালোবাসার অভিজ্ঞতা থেকে দূরে থাকি (রোমীয় ৩,২৩; রোমীয় ৬,২৩)।

গ) মানুষের পাপ মোচনার্থে কেবল যীশুখ্রীষ্টই এক মাত্র উপায়। কেবল তাঁরই মাধ্যমে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারেন এবং তাঁর প্রেমের উষ্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন (রোমীয় ৫,৮; যোহন ১৪,৬)।

ঘ) আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাবে খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন, আর তা হলেই আমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতে পারব এবং তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করব (যোহন ১,১২; ইফিষীয় ২,৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ৩,২০)।

৭) যীশুর জীবনী নিয়ে কোনো চলচ্চিত্রের ভিডিও যদি আপনার কাছে থাকে তবে তা অখ্রীষ্টিয়ান ভাইদের দেখবার জন্য ধার দিন বা পারলে তাদের সেই চলচ্চিত্র দেখবার জন্য আপনার ঘরে নিমন্ত্রণ জানান।

৮) আপনি যার কাছে খ্রীষ্টের কথা বলছেন তিনি যদি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেন তবে তাকে বলুন সত্বর যেন তার সেই সিদ্ধান্তের কথা সে অপরের কাছে বলে (লূক ৮:৩৯) এর সাথে আপনি শিষ্যত্বকরণের জন্য প্রথম যে সভাটি করবেন তার সময় ঠিক করুন।

৯) নিজের নানা পরিকল্পনা ও চিন্তা প্রকাশ ক'রে নয় বরং সব সময় ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার ক'রে পরিষ্কারভাবে কথা বলুন। উদ্যমে পূর্ণ থাকুন এবং হাসি মুখে কথা বলুন। যখন কারো সাথে কথা বলবেন তখন তার চোখে চোখ রাখুন।

১০) ব্যক্তিটির সম্বন্ধে আন্তরিক হোন, এবং তার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত হোন। ব্যক্তিটির প্রতি সৌজন্যশীল হোন এবং তাকে আপনার বন্ধু ক'রে তুলুন।

১১) সব কিছুর উপরে খ্রীষ্ট যীশুর মহানতা প্রকাশ করা এবং তাঁকে ঘিরেই আপনার সাক্ষ্য দান করুন; আপনার গীর্জা, মন্ডলী বা অন্য বিষয়কে ঘিরে নয়।

১২) কতকগুলি বিষয় এড়িয়ে যাবেন:

ক) তর্ক বা সমালোচনা থেকে দূরে থাকুন।

খ) আপনি অন্যের চেয়ে যে বেশ সাধু এবং পবিত্র মানুষ এমন ভাব দেখাবেন না।

গ) খুব বেশী কথা বলবেন না, তাহলে আপনি তাদের প্রয়োজনগুলি জানতে পারবেন না।

ঘ) সিদ্ধান্ত নিতে জোর করবেন না। নম্রভাবে বলতে পারেন, কিন্তু জোরা জুরি করবেন না (২ তীমথিয় ২:২৩-২৫)।

১৩) খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য দিলে তাতে অনেক সুবিধা হয়:- প্রথমত তা প্রভুকে গৌরবান্বিত করে; যারা খ্রীষ্ট বিহীন অবস্থায় রয়েছে এর দ্বারা তাদের কাছে পৌছানো যায়; এর দ্বারা আপনি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পৌছাতে পারেন; এর মাধ্যমে খ্রীষ্টের সেবা করার জন্য আপনি অপূর্ব সুযোগ পান এবং এই কাজ আপনি যে কোনো জায়গায় যখন তখন করতে পারেন; সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে আপনার আত্মিক জীবন আরও উন্নত হয়।

সফলভাবে সাক্ষ্য প্রদান করতে হলে

"পবিত্র আত্মার শক্তিতে
পূর্ণ হয়ে প্রভু যীশুর কথা
মানুষের কাছে বলুন
আর তার পর ঈশ্বরের হাতে
ভার ছেড়ে দিন।"

সাক্ষ্য দেবার জন্য আপনি কিভাবে প্রস্তুত হবেন এবং কিভাবে সাক্ষ্য দেবেন

আপনার সাথে খ্রীষ্টের যে সম্পর্ক তা ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে বা কোনো ঘটনার বিবরণ দানের মাধ্যমে কোনো অখ্রীষ্টিয়ানের কাছে বা কোনো দলের কাছে কিভাবে তুলে ধরবেন সে সম্পর্কে আপনাকে সাহায্য করার জন্য দু চার কথা। আপনি যদি আমাদের দেওয়া সহজ কিছু পরামর্শ অনুসরণ করেন তবে আপনি অপরের কাছে কার্যকারীভাবে খ্রীষ্টকে তুলে ধরতে এবং তিনি আপনার জন্য যা করেছেনে তা বলতে সক্ষাম হবেন।

১) পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করুন যেন আপনি যে সব কথা বলেন তা খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করে এবং যিনি তা শুনছেন তিনি যেন তা শুনে উৎসাহিত হন এবং এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন (প্রেরিত ১:৮)।

২) পরিত্রাণ সম্বন্ধে আপনার যে সাক্ষ্য তাতে যেন এই কয়টি বিষয় থাকে:

ক) খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পূর্বে আপনার জীবন কেমন ছিল। খ) আপনি কিভাবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলেন। গ) খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পর এখন আপনার জীবন কেমন (প্রেরিত২৬:১-২৩,;২২: ১-২১)। এখানে যে সীমারেখাটি দেওয়া হলো তার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কত দূর যেতে হবে এবং কোথায় শেষ করতে হবে।

৩) প্রভু যীশুকে তুলে ধরুন। তাঁকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই যে আপনি পরিত্রাণ লাভ করেছেন সে বিষয়টির ওপর জোর দিন। স্মরণে রাখবেন আপনার সাক্ষ্য শুনে যেন কোনো অখ্রীষ্টিয়ান বুঝতে পারেন কিভাবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে হবে (লূক ৮: ৩৮-৩০)।

৪) দলে থাকলে সাক্ষ্য দানের গড় সময় যেন ৪-৫মিনিট হয়। ৪-৫মিনিট বলার জন্য প্রস্তুত থাকলেও প্রস্তুত থাকবেন যেন পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনি তা সংক্ষেপেও শেষ করতে পারেন বা তা বিস্তারিত ভাবেও বলতে পারেন।

৫) সাক্ষ্য দানের অর্থ হোলো খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা করেছেন তা বলা অথবা তিনি আপনার কাছে কতখানি মূল্যবান তা প্রকাশ করা। সাক্ষ্য দানের সময় শ্রোতার কাছে প্রচার করতে যাবেন না। এ এক সুযোগ যখন আপনি এই সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পান।

৬) আপনার সাক্ষ্যটি বাইবেলের কোনো একটি বা দুটি পদের উপর ভিত্তি ক'রে তৈরী করুন। দেখবেন যেন সাক্ষ্যটির শুরু ও শেষটি মনকে স্পর্শ করার মতো হয়। এর ফলে তা সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং শ্রোতা তা শুনতে আগ্রহী হবে।

৭) স্পষ্টভাবে এবং বেশ জোরে কথা বলবেন যেন সবাই তা শুনতে পায়। সর্বোতভাবে উদ্‌যোগী হোন কারণ একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়াটাই বেশ উত্তেজনাময়।

৮) বাস্তববাদী হোন। খ্রীষ্ট আপনার জীবনের সব সমস্যা একদিনেই মিটিয়ে দেবেন না, কিন্তু তিনি আপনার জীবনে এক দিশা দেবেন যেন আপনি শান্তিতে এবং আস্থাবান হয়ে আপনার প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারেন (যাকোব ১:২-৪; রোমীয় ৫:৩-৪)।

৯) কতগুলি বিষয় সাবধানেএড়িয়ে যান:-

ক) এমন সাক্ষ্য দেবেন না যা প্রচার করার মতো। মানুষকে কি করতে হবে তা শিক্ষা দিতে যাবেন না।

খ) আপনার গীর্জা, আপনার মন্ডলী এসব নিয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কথা না বলাই ভালো। খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করতে ভুলবেন না।

গ) বিচলিত এবং আড়ষ্টভাব দূর ক'রে বরং হালকা মেজাজে আপনার কথাবার্তা সারুন।

ঘ) আপনার অক্ষমতার জন্য কোনো অজুহাত দেখাবেন না। এর ফলে মানুষের মন সেই সব দিকেই যাবে এবং তার ফলে আপনার অস্বস্তি আরও বাড়বে। নির্ভীক ভাবে বলার জন্য পবিত্র আত্মার কাছে শক্তি প্রার্থনা করুন (প্রেরিত ৪:৩১)।

ঙ) হাল্লেলুইয়া, বা পরিত্রাণ, আমেন এই ধরণের কথা বার বার ব্যবহার করা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

১০) আপনার সাক্ষ্য যতজনের কাছে পারেন বলে বেড়ান, কারণ এর ফলে আপনার খ্রীষ্টিয় জীবন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং তা অনেকের কাছে খ্রীষ্টকে পৌঁছে দেবে।

আমার সাক্ষ্য

১) খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পূর্বে আমি কেমন ছিলাম

২) আমি কিভাবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করলাম

৩) খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পর ঈশ্বর আমার জীবনে কি কি পরিবর্তন এনেছেন।

৪) শাস্ত্র থেকে উপযুক্ত কিছু পদ

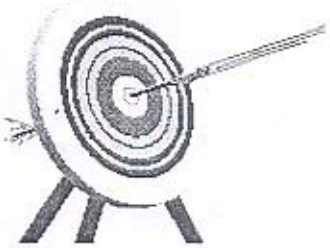

লক্ষ্য

১) প্রভু যীশু আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, '' তোমরা সমগ্র পৃথিবীতে যাও''.... (মার্ক ১৬:১৫)
''গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর''.... (মথি২৮:১৯)।

২) কোন্‌টি আমার পৃথিবী ?

* আমার গৃহ অথবা আমার পরিবার
* আমার প্রতিবেশী
* আমার অফিস বা কর্মস্থল
* আমার বন্ধুবান্ধব
* আমার স্কুল
* আমি যে ক্লাবের সদস্য সেটি
* আমার প্রিয় রেস্তোরা
* আমার সেলুন
* আমি যেখানে শরীরচর্চা করতে যাই
* এককথায় বলতে হলে বলতে হয় সেই সব স্থান যেখানে আমি বাস করি, কাজ করি এবং খেলা করি।

৩) আমি যদি মাছ ধরতে চাই তবে যেখানে মাছ পাওয়া যায় আমাকে সেখানেই যেতে হবে!

৪) আমি যদি মনুষ্যধারী হ'তে চাই তবে আমাকে সেখানে যেতে হবে যেখানে তাদের পাওয়া যাবে!

৫) আমরা কি কি কাজের দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি?

* বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে
* প্রাতঃরাশে বা মধ্যাহ্ন ভোজে তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে
* নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে
* কোনো খেলাধুলায় অংশ নেবার জন্য আহ্বান করে
* যীশুর জীবনী নিয়ে কোনো চলচ্চিত্রের ভিডিও বা সিডি থাকলে তা দেখবার জন্য ধার দিয়ে
* ব্যক্তিগতভাবে কোনো চিরকুট লিখে বা পত্র পাঠিয়ে
* কোনো প্রচারমূলক অনুষ্ঠান থাকলে তাতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে
* ব্যক্তিগতভাবে তার বাড়িতে/ অফিসে / হাসপাতালে/ কারাগারে গিয়ে সাক্ষাৎ করে

৬) এমন তিন জনের নাম লিখুন যাদের জন্য আপনি প্রার্থনা করতে শুরু করবেন এবং যাদেরকে খ্রীষ্টের কথা বলে শিষ্যত্বের পথে আনবেন:

ক) _____

খ) _____

গ) _____

অবস্থান্তর ও সুসমাচার প্রচার

১) বর্তমানে মানুষ খ্রীষ্টের কথা অপরের কাছে কেন বলেনা তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, মানুষ কিভাবে কোনো প্রসঙ্গ তুলতে হয় তা জানে না।

২) ঈশ্বরের বাক্য আমাদের প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দান করে। ১পিতর ৩:১৫ - " ....উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক..."
২তিমথীয় ৪:২ - " সময়ে অসময়ে কার্যে অনুরক্ত হও ...."
২তীমথিয় ২:১৫ -" যত্নবান হোন....."

৩) অবস্থান্তর বলতে এখানে জাগতিক সাধারণ অবস্থা থেকে আত্মিক স্তরে পৌঁছানোর কথা বলা হচ্ছে।

৪) দুই ধরণের অবস্থান্তরের কথা বলা যায়:-

ক) অন্যেরা যে প্রশ্ন করে বা আত্মিক বিষয় নিয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করে তা শোনার জন্য কান খোলা রেখে (১ পিতর ৩:১৫)।

খ) কোনো প্রশ্ন দিয়ে বা কোনো উক্তির পুনরাবৃত্তি ক'রে আমরা প্রসঙ্গে যেতে পারি। উদাহরণ : দেখুন যোহন ৪:৭-১০ পদে প্রভু যীশু কিভাবে জীবন জলের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আগ্রহের সৃষ্টি করলেন।

বি:দ্র: আপনার সঙ্গে সব সময় সুসমাচার সম্বন্ধিত কিছু পুস্তিকা রাখুন যা আপনি দিতে পারবেন।

৫) এবার দেখা যাক আপনাকে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করে বা কোনো মন্তব্য করে তবে আপনি কিভাবে অন্য দিকে প্রসঙ্গ ঘোরাবেন:-
(আপনি যেভাবে উত্তর দিতে পারেন তা মোটা অক্ষরে দেওয়া হলো)

* আপনি কেমন আছেন? ৯২ শতাংশ পরিমাণ, আমি আশীর্বাদ পেয়েছি আমি উত্তেজিত।
* আপনি কি করছেন? আমি রাজদূতের কাজ করছি। আমি মাছ ধরছি।
* নতুন কোনো খবর আছে? ভালো খবর .... নতুন জন্মের কথা..... আমার নতুন জন্ম হয়েছে।
* উপরে তাকিয়ে কি দেখছ? স্বর্গ, আর সেখানে যাবার জন্যই তো দিন গুনছি।
* তোমাকে সব সময় বেশ হাসি খুশি দেখায়। সত্যিই তাই কারণ আমি এক গোপন রহস্য জানি /আমি একজন বিশেষ মানুষের সংস্পর্শে এসেছি।
* আমি এই মাত্র আমার বন্ধুর শেষকৃত্য থেকে আসছি। সত্যি শেষকৃত্য মানুষকে দুঃখ দেয় কিন্তু আমার জীবনে কয়েকবছর আগে এমন কিছু ঘটেছে যা আমাকে অন্য ভাবে ভাবতে সাহায্য করে।
* আমার প্রায় ----- বছর হলো বিয়ে হয়েছে। খুব ভালো কথা কিন্তু এ ধরণের সুন্দর সম্পর্ককে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যায়। প্রথম স্থানে...
* আমাদের পৃথিবীর দিন ঘনিয়ে এসেছে বা এই রকম ধরণের কোনো নেতিবাচক কথা। হ্যাঁ সত্যিই তাই , কিন্তু আমার জীবনে কিছু বছর আগে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল তা আমাকে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দান করেছে।
* বর্তমানে পয়সা ছাড়া কিছুই হয়না। হয়, বিনামূল্যেও কিছু পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সব চাইতে মুল্যবান উপহার বিনামূল্যে পাওয়া যায় আর সে কথা বাইবেলে রোমীয় ৬:২৩ পদে লেখা আছে।
* আজকে আমার দিনটা বেশ ভালো যাচ্ছে। অপূর্ব, কিন্তু আমার রোজই বেশ ভালো কাটে আর এর কারণ আমি একজন বিশেষ ব্যক্তিকে জানি ব'লে/ আমি এক গোপন রহস্য জানি ব'লে।
*আজকের দিনটা ভালো ভাবে কাটছে না। এই রকম দিন যখন আসে তখন তা অতিক্রম করার জন্য আমি এক গোপন রহস্য জানি।
* আরে শোনো আনন্দের কথা, জলটা গরম! হ্যাঁ, তাই বটে কিন্তু আমার আসল আনন্দ হয় এই কথা ভেবে যে আমি একদিন স্বর্গে যাব।

৬) আপনি কোনো উক্তির পুণরাবৃত্তি ক'রে বা কোনো প্রশ্ন করার মাধ্যমে কথোপকথন শুরু করতে পারেন।

* আমি যখন আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতে মনস্থ করলাম তখন তা ছিলো আমার জীবনের দ্বিতীয় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

* ------- বছর আগে আমি আমার জীবনের সব চাইতে মূল্যবান সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করি।

* ------- বছর আগে আমি মৃত্যুকে বড় ভয় পেতাম, কিন্তু তার পর আমার জীবনে এমন কিছু ঘটলো যা সব কিছু বদলে দিলো।

* জীবনের মানে খুঁজে পেয়ে এখন আমি নিজেকে সব চেয়ে ভাগ্যবান মনে করি।

* আপনার জীবনের সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় কোন্‌টি?

* আপনার জীবনের প্রথম লক্ষ্যটি কি?

* আপনার জীবনে এই মুহূর্তে কোন্‌টি সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ?

* আপনার জীবনে এখন কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটছে?

* বর্তমানে আপনি আপনার জীবনের আত্মিক যাত্রার কোন্ স্তরে রয়েছেন ?

* আমি কি আপনার সাথে উত্তম কিছু বিষয় আলোচনা করতে পারি?

* আপর্নি কি কখনও চারটি আত্মিক বিধির কথা শুনেছেন?

* যদি কেউ আপনাকে এসে জিজ্ঞেস করে খ্রীষ্টিয়ান হবার অর্থ কি? তবে আপনি কি উত্তর দেবেন?

* আপনার কি মনে হয়? একজন মানুষ কিভাবে খ্রীষ্টিয়ান হয়ে ওঠে?

* আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে জানতেন তবে কি তাঁর সাথে কিভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে উৎসাহী হতেন ?

* যদি কেউ এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে কিভাবে আমি ঈশ্বরকে পেতে (জানতে) পারি? তবে আপনি তাকে কি বলবেন?

* যদি সত্যিই স্বর্গ বলে কিছু থাকে তবে মৃত্যুর পর আপনি কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করেন? এবং সেখানে কিভাবে যেতে হবে তা কি আপনি জানতে চান?

* আপনি যদি আজ রাত্রেই গত হন এবং আপনাকে যদি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হয় এবং ঈশ্বর যদি আপনাকে এই প্রশ্ন করেন,"কি কারণে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করার জন্য যোগ্য বল "? তবে তাঁকে আপনি কি উত্তর দেবেন?

* আপনাকে যদি ১থেকে ১০ পয়েন্ট (ধরা যাক স্কেলের ১০ পয়েন্ট হলো ১০০ শতাংশ) এই একটি স্কেলে মেপে বলতে বলা হয় পাপের ক্ষমা পাওয়া এবং অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করা সম্বন্ধে আপনার অবস্থানটা কোথায় জানান, তবে ঐ মান কত হবে? আপনি কি ১০০ শতাংশ নম্বর পেতে চান?

* আপনার কি মনে হয় বর্তমানে মানুষ ঠিক যেরকম ভাবে উচিত ছিল সেই ভাবেই আত্মিক নেতৃত্ব দান করছে?

শিষ্যত্বকরণ

প্রভু যীশু আদেশ ক'রে বলেছিলেন,'' তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও''(মথি ২৮:১৯-২০)।

প্রভুর আজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য নীচে আপনাকে কতকগুলি পরামর্শ দেওয়া হলো।

১) আপনার সময়, তালন্তগুলি ও আপনার ধন প্রভুর জন্য ব্যয় করতে এগিয়ে আসুন (রোমীয় ১২:১-২)।

২) পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হোন এবং তার দ্বারা আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত হতে দিন(প্রেরিত ১:৮;ইফিষীয় ৫:১৮)।

৩) ঈশ্বরের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন(২তীমথিয় ২:১৫;৩:১৬-১৭)।

৪) আপনি যাদের প্রভুর শিষ্য করে তুলছেন তাদের সাথে বিভিন্ন দায়িত্বগুলি নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা করুন এবং তারপর তাদের সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ করার জন্য একটা সময় বেছে নিন যাতে সপ্তাহে অন্তত একবার তাদের সাথে বসতে পারেন । সপ্তাহে দেড় ঘন্টা মত সময় দিতে পারলে উপযুক্ত হয়।

৫) শিষ্যত্বকরণের প্রথম সভাটিতে আপনি শিষ্যত্বকরণের দুটি মূল লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করুন। এর পর বাইবেলের কিছু পদের সাথে তা মনে রাখতে বলুন।

ক) আত্মিক বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা (কলসীয় ২:৬-৭)

খ) আরও অনেককে (গুণিতক হারে) আত্মিক ক'রে তোলা (২তীমথিয় ২:২)

৬) সহভাগিতা বা আলোচনার সময় সব সময় দেখবেন যেন প্রভু যীশুকে উচ্চীকৃত করাই আপনার লক্ষ্য হয়।

৭) অন্যের কোনো সাহায্যে যদি আসতে পারেন তার জন্য সদা নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন (১থিষলনীকীয় ২: ৭-১২; কলসীয় ১:২৮-২৯)।

৮) যাদের আপনি শিষ্যত্বের পথে আনছেন তাদের সাথে প্রকৃতভাবে বন্ধু হয়ে উঠুন (ফোনে যোগাযোগ রাখুন, নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানান, সহভাগিতায় যান, বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান ও সখের মাধ্যমে তাদের কাছে টানুন)। মনে রাখবেন শিষ্যত্বকরণের জন্য সম্পর্ক গড়ে তোলাটা অন্তত জরুরী।

৯) একটি বিষয়ে নিশ্চিত হোন যে তাদের কাছে পড়ার জন্য যেন একটি নতুন নিয়ম (আধুনিক অনুবাদ) অথবা বাইবেল থাকে। তাদের যোহন লিখিত সুসমাচারটি অন্তত তিন বার পড়তে উৎসাহিত করুন এবং তার পর সমগ্র নতুন নিয়মটি তিন বার পড়তে বলুন।

১০) বাইবেল পড়ার জন্য তাদের বিভিন্ন সহায়িকার সাহায্য নিতে বলতে পারেন, যেমন ''life builders four part foundation lessons''.

১১) শাস্ত্রে অনন্ত জীবনের জন্য যে নিশ্চয়তার কথা বলা আছে সেটি এবং খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি পুনর্বিচার ক'রে দেখুন (১ যোহন ৫:১১-১৩, যোহন ১:১২)।

১২) আত্মিক বৃদ্ধি আনার জন্য যে "চারটি কথা" তা সমগ্র বৃত্তটির সাথে দেওয়া পদগুলির সাথে স্মরণ করার বিষয়টি পুণরীক্ষণ করুন।

(পরবর্তী পৃষ্ঠাটি দেখুন)

ক) আমি ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনা ও প্রশংসা দ্বারা কথা বলি (ফিলিপীয় ৪: ৬-৭; ইব্রীয় ১৩:১৫)

খ) ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা আমার সাথে কথা বলেন (২তীমথিয় ২:১৫; ১পিতর ২:২)

গ) আমি অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে সহভাগিতার মাধ্যমে কথা বলি (১ যোহন ১:৩; ইব্রীয় ১০: ২৪-২৫)

ঘ) আমি সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে অখ্রীষ্টিয়ানদের সাথে কথা বলি (প্রেরিত ১:৮; মথি ২৮: ১৯-২০)

১৩) তাদের বাইবেল অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন সহায়িকার সাহায্য নিতে পরামর্শ দিন যেমন, Life builders 'Destined'study guide, 'Real faith'.

১৪) তাদের অন্য এমন খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক বিষয় দিন যেমন বাইবেল সহায়িকা, সুসমাচারের উপর ভিত্তি করে লেখা কোনো ভক্তের বই বা ভিডিও, সিডি ইত্যাদি।

১৫) ঈশ্বরের বাক্য স্মরণ করে রাখতে তাদের উৎসাহিত করুন।(গীতসংহিতা ১১৯: ৯-১১)

১৬) তাদের সাথে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই তা করুন। প্রার্থনায় তাদের পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলি, তাদের কাজের কথা , পরিচর্যা কাজ , এবং প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য প্রার্থনা রাখতে পারেন।

১৭) অন্যের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলার জন্য তাদের উৎসাহিত করুন (লূক ৮:২৯)

ক) তাদের শিক্ষা দিন কিভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য তৈরী করতে হয় এবং তা বলতে হয়। (সাক্ষ্য লেখার জন্য ৪-৫পাতাটি ব্যবহার করতে পারেন।)

খ) তাদের শিক্ষা দিন কিভাবে চারটি আত্মিক বিধির কথা বলতে হয় বা অন্য কোনো সুসমাচার পুস্তিকা ব্যবহার করতে হয়।

গ) অন্য শিষ্যদের কাছে এই শিষ্যত্বকরণের বিষয়টি কিভাবে তুলে ধরতে হবে তা শিক্ষা দিন।

১৮) তাদের গীর্জায়, বাইবেল অধ্যয়ন দলে, সহভাগিতায় বা শিষ্যত্বকরণের দলে নিয়ে আসুন।

১৯) যদি সম্ভব হয় তবে তাদের স্থানীয় কোনো মিশন বা আন্তর্জাতিক কোনো মিশনের কাজ কর্মের সাথে যুক্ত করুন অথবা তাদের কাছে পরিচর্যা কাজ করার কোনো সুযোগ ক'রে দিন।

২০) শেষে বলি নিরন্তর তাদের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করুন এবং একসাথে কতকগুলি বিষয় নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করুন যেমন স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক, ছেলে মেয়েদের মানুষ ক'রে তোলা, বাধ্যতা, ধনের ব্যবহার, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিষয়।

আত্মিক বৃদ্ধি আনতে চারটি কথা

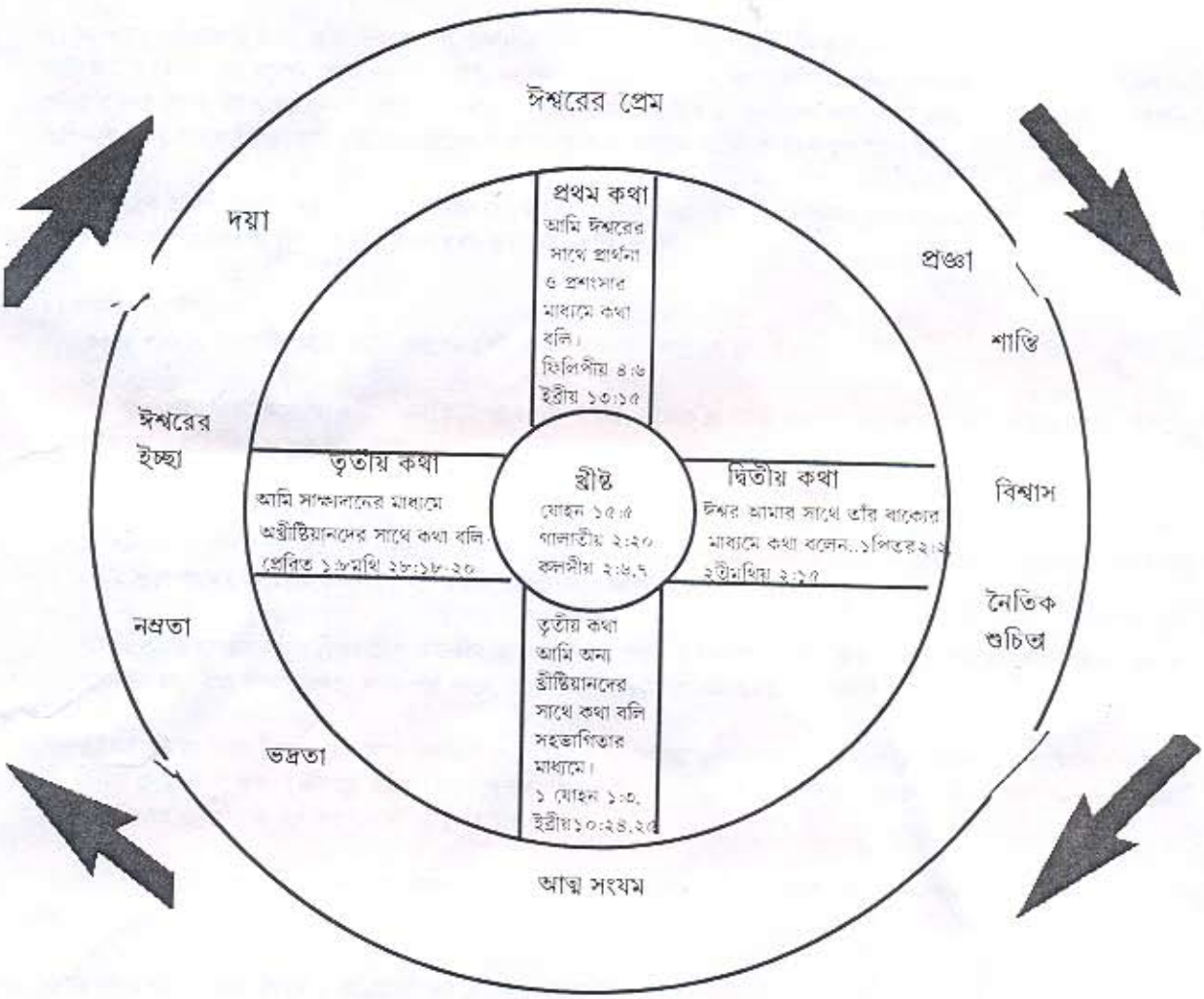

কিভাবে আরও কার্যকরীভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেবেন

১) নিজেকে প্রভুর হাতে দিন এবং প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেন এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করেন (রোমীয় ১২:১; ইফিষীয় ৫:১৮)।

২) আপনার শ্রোতাদের জন্য এবং ঈশ্বরের পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন তিনি আপানকে তাদের প্রয়োজনগুলি এবং তারা আত্মিকতার কোন্ স্তরে আছেন তাও বুঝতে সাহায্য করেন। আপনি প্রয়োজনে আয়োজককর্তাদের/পোষকের কাছ থেকে দলটির আত্মিক অবস্থার কথা জেনে নিতে পারেন। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন আপনার প্রচার ১০০শতাংশ কার্য্যকারী হচ্ছে কিনা। প্রশ্ন করুন আপনি আপনার শ্রোতৃবর্গকে কিভাবাতে চাইছেন, তাদের দিয়ে আপনি কি করাতে বা কি অনুভব করাতে চাইছেন?

৩) আপনাকে প্রচার করার জন্য যে সময় দেওয়া হবে তা জেনে নিন এবং যে সময় আপনার জন্য নিরুপন করা হয় তার দ্বিগুণ সময় প্রস্তুত হতে ব্যয় করুন। অর্থাৎ এক ঘন্টার প্রচারের জন্য দুই ঘন্টার প্রস্তুতি।

৪) প্রস্তুতি:

ক) আপনি যে বিষয়টি নিয়ে প্রচার করবেন সেই সর্ম্পকে বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ দেখুন।

খ) আপনার বক্তব্যকে ব্যাখা করার জন্য চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট, প্রজেকটর বা ঐ ধরণের কোনো উপকরণের সাহায্য । (স্মরণে রাখবেন একটি চিত্র হাজার কথা বলে।)

গ) মূল বিষয়গুলি বা বিশেষ শব্দগুলি লেখার জন্য কাগজ দিন, প্রয়োজনে প্রশ্নাকারে তা ছাপিয়ে তা পূর্ণ করতে দিতে পারেন। আপনি উত্তর দেবার আগেই আপনার শ্রোতাদের সাহায্য করুন আপনার প্রচারের মূল সত্যটি তারা যেন আবিষ্কার করতে পারে। সম্ভব হলে তাদের দুই তিন জন করে কতকগুলি ছোটো দলে ভাগ করে দিন।

ঘ) আপনার বক্তব্যের মূল বিষয়টিকে নাটকীয় ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে ভাল কোনো গল্প ব্যবহার করুন। স্মরণে রাখবেন প্রভু যীশু শিক্ষা দেবার সময় গল্প ব'লে তা বোঝাতেন। মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে।

ঙ) আপনি যা শিক্ষা দিলেন তা কাজে করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে আপনার শ্রোতাদের উৎসাহিত করুন। মনে রাখবেন যদি তারা সেই শিক্ষা তাদের জীবনে প্রয়োগ না করে তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যা শোনে তার ৮০শতাংশ বিষয় ভুলে যায় এবং পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে বাকী ২০ শতাংশ বিষয় ভুলে যায়।

৫) দলটি যদি ছোটো হয় তবে তাদের প্রত্যেকের নাম স্মরণে রাখার চেষ্টা করুন আর দলটি বড় হলে নামকার্ড গলায় ঝোলাবার ব্যবস্থা করুন।

৬) আপনার মাথা সোজা রাখুন এবং শ্রোতাদের চোখে চোখ রাখুন।

৭) যতটা সম্ভব শ্রোতাদের কাছে চলে আসুন। পুলপিঠ ব্যবহার না করে বরং নেমে এসে কথা বলুন।

৮) আপনি যখন শিক্ষা দেবেন দেখবেন তখন যেন আপনার প্রেম, ভালোবাসা, উদ্‌যোগ ও স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়।

৯) সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নভাবে পোষাক পরে আসবেন । সবসময় খ্রীষ্টকে উপহার দেবার জন্য উত্তমভাবে প্রস্তুত হবেন। সব কিছু উৎকর্ষের সাথে করতে চেষ্টা করবেন যেন তার দ্বারা প্রভু গৌরবান্বিত হন । (১করিন্থীয় ১০:৩১)

ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে প্রশিক্ষণ

১) কিভাবে শুরু করবেন:

ক) প্রার্থনা সহকারে কিছু এমন খ্রীষ্টিয়ানের (অবিশ্বাসী নয়) নাম বেছে নিন যারা আগ্রহ দেখাবে।

খ) দলে ১২জনের বেশী নেবেন না। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার দলটি কেবল নারী বা পুরুষ বা স্বামী স্ত্রীদের নিয়েও করতে পারেন।

গ) একটি জায়গা মনোনীত করুন, তা কোনো বাড়ী হলে ভালো হয়। এইবার সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহে একবার বা মাসে দুবার ২ঘন্টার জন্য একত্রিত হতে পারলে ভালো হয়।

ঘ) যে বাড়িতে এই দল মিলিত হবে সেই বাড়ির কর্তার দায়িত্ব হবে জলযোগের আয়োজন করা এবং দলটিকে পরিচালনা করা।

২) কিছু সাধারণ নীতি

ক) দেখবেন যেন খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করাই আপনার উদ্দেশ্য হয়।

খ) পাঠ্য বই হিসাবে বাইবেলকেই ব্যবহার করুন। পাঠের জন্য এমন কিছু অংশ বেছে নিন যা প্রসঙ্গোচিত যা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। (৪নং বিষয়টি দেখুন)

গ) দেখবেন যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি যেন সমস্ত আলোচনার সময় একাই অধিকার করে না বসেন বরং তাঁর উচিত প্রত্যেককে এগিয়ে এসে অংশ নেবার জন্য উৎসাহিত করা। সভার গতি অব্যহত রাখুন, কিন্তু দেখবেন যেন তাতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

ঘ) যিনি সভা পরিচালনা করবেন তার উচিত হবে আলোচনা করার আগে বিষয়টি সম্পর্কে প্রস্তুত হয়ে আসা।

ঙ) আলোচনার সময় বিভিন্ন জনের নাম ধরে কথা বললে ভালো হয়।

চ) পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলুন এবং দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে সংবেদনশীল হোন। খোলা মনের এবং সৎ হোন এবং একে অপরকে ভালোবাসতে শিখুন। পরস্পরের প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই প্রয়োজন প্রার্থনা বা পরামর্শ দানের বা কোনো পাঠ্য বইয়ের বা হাড়ির খাবার হতে পারে।

ছ) পরস্পরের জন্য বিনতি প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করুন।

জ) ভারসাম্য বজায় রাখুন। (আরাধনা করুন, গান করুন,ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করুন, আলোচনা, সহভাগিতা, প্রার্থনাতে রত থাকুন)

৩) আলোচনা করতে উৎসাহিত করুন:

ক) শাস্ত্রের যে অংশটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা দলটিকে পড়তে দিন।

খ) প্রত্যেককে অংশটি নিয়ে নীরবে ভাববার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিন।

গ) ২ থেকে ৩জন নিয়ে ছোটো ছোটো দলে শাস্ত্রের ঐ অংশটিতে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা যে বিশেষ চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে তা আলোচনা করতে দিন।

ঘ) এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন যা নতুন নতুন চিন্তা করতে সাহায্য করে:

১) এই পদটি আপনার কাছে কি অর্থ বহন করে?

২) ঈশ্বর এর মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে কোন্ মূখ্য বার্তাটি দিতে চাইছেন?

৩) সেই আচরণ, ব্যবহার বা আবেগের সাথে আপনি নিজেকে সম্পর্ক যুক্ত করেন?

৪) এই ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কি?

৫) এই ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়টি আপনাকে সাহায্য করেছে?

৬) আমার জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমি এই সত্যকে প্রয়োগ করতে পারি?

৭) এই ক্ষেত্রে আমাকে কোন্ কোন্ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তার থেকে উত্তীর্ণ হ'তে আমি কি করেছি?

৮) বাইবেলে কোন্ কোন্ উপদেশে ঐ একই চিন্তাধার প্রতিফলিত হয়েছে?

৯) এই পদ থেকে আপনি কি বুঝতে পারলেন?

৪) শাস্ত্রের বিশেষ কিছু পদ:

ক) ইফিষীয় ৪:১-৩	ছ) রোমীয় ১২:৯-১৭
খ) ইফিষীয় ৪:২৪-৩২	জ) ইব্রীয় ১০:২৩-২৫
গ) ইফিষীয় ৫:১-১১	ঝ) ২পিতর ১:৩-৮
ঘ) ১থিষলনীকীয় ৫:১৪-২৩	ঞ) ১পিতর ৫:১-৯
ঙ) কলসীয় ৩:১২-১৭	ট) ২ করিন্থীয় ৬:৪-৭
চ) ফিলিপীয় ৪:৪-৮	ঠ) ফিলিপীয়২:১-১১

কিভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করবেন

ধারাবাহিক ভাবে নিয়মিত অধ্যয়নের দ্বারা ঈশ্বরের মূল্যবান বাক্য সম্বন্ধে যাতে আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হলো।

১) কেন আপনি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করবেন:

ক) তা আপনাকে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে। (১পিতর ২:২)

খ) তা আপনাকে খ্রীষ্টের সেবাকাজের জন্য প্রস্তুত করবে। (২তীমথিয় ৩:১৬-১৭)

গ) তা আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।(রোমীয় ১০:১৭)

ঘ) তা আপনাকে শিখাবে কিভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয়।(১থিষলনীকীয় ৪:১-২)

২) অধ্যয়ন করার জন্য কিছু উপকরণ

ক) প্রয়োজনীয় উপকরণ

১) অনুবাদ করা আধুনিক বাইবেল।

২) খাতা, পেন, দাগ দেবার জন্য মার্কার পেন ইত্যাদি।

৩) বাইবেলের বর্ণানুক্রমিক সূচী

খ) অধ্যয়ন করার জন্য কিছু সহায়িকা:

১) নেভিস টপিকাল বাইবেল

২) বাইবেলের বিভিন্ন ভাষান্তরণ, যেমন বাইবেল সোসাইটির ছাপা বাইবেল বা ইয়ুস্টের নতুন নিয়ম ইত্যাদি।

৩) বাইবেলের অভিধান

৪)গ্রীক-বাংলা অভিধান

৩) সফলভাবে অধ্যয়ন করতে হলে:

ক) ঈশ্বরের বাক্য জানার জন্য আপনার মনে প্রগাঢ় ইচ্ছা থাকা চায়। (প্রেরিত১৭:১১)

খ) পবিত্র আত্মার পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করুন। (যোহন ১৬:১৩)

গ) তাঁর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করুন, শুধু পড়লে চলবে না। (২ তীমথিয় ২:১৫)

ঘ) বিশেষ বিশেষ পদগুলি মুখস্থ করুন। (গীতসংহিতা ১১৯:১১)

ঙ) অধ্যয়ন করার জন্য সময় দিন।

চ) আপনি যা শেখেন তা পালন করার চেষ্টা করুন। (যাকোব ১:২২)

ছ) বোঝার চেষ্টা করুন যে বাইবেলের মূল বিষয় হলেন খ্রীষ্ট, আর বাইবেলের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের প্রেম এবং তাঁর মুক্তির পরিকল্পনা প্রকাশ করা। (যোহন ২০:৩১)

৪) ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু নিয়ম

ক) ব্যাখ্যা করার সময় সব সময় দেখবেন যেন প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকে। আপনি যে পদটি অধ্যয়ন করার জন্য বেছেছেন তার আগে এবং পরবর্তী বেশ কিছুটা অংশ পাঠ করুন।

খ) সবসময় শাস্ত্রের অনুরূপ অংশগুলি তুলনা ক'রে দেখবেন। একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন শাস্ত্রাংশগুলি দেখলে তা আমাদের বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

গ) নির্ণয় করতে চেষ্টা করুন কাকে উদ্দেশ্য ক'রে পদটি লেখা হয়েছে কোন্ অবস্থায় এবং কেন তা লেখা হয়েছে।

ঘ) দায়িত্ব বন্টনের যে নীতি সে সম্বন্ধে পরিচিত হোন (বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ মানুষকে ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন এবং এক জনের দায়িত্ব অন্য জনের থেকে আলাদা হয়) (যোহন ১:১৭)

ঙ) কোনো একটি অংশকে খুব পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করুন যেন তার অর্থ খুব কাছাকাছি হয়।

চ) সমস্ত ব্যাখ্যা নিখুঁত ভাবে তখনই করা সম্ভব যদি মূল ভাষায় লেখা পুঁথিটি পড়া সম্ভব হয়।

ছ) পুরাতন নিয়ম ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন নিয়মকে উল্টে পাল্টে দেখতে হবে, এই একই কথা নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে খাটে।

৫) বাইবেল অধ্যয়ন করার পদ্ধতি

ক) বিষয়ভিত্তিক ভাবে অধ্যয়ন

যে সব বিষয়গুলি জানতে আপনি উৎসাহী যেমন পরিত্রাণ, পবিত্র আত্মা, যথার্থ গণিত হওয়া, অনন্তকালীন নিরাপত্তা, সেগুলি সমগ্র বাইবেল ঘেটে দেখুন। দেখুন সে সম্বন্ধে বাইবেল কি বলে।

খ) প্রতিরূপ সকল অধ্যয়ন

বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি নিয়ে পড়াশুনা করুন। (প্রতিরূপ বলতে শাস্ত্রের কোনো সত্যের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যার কথা বোঝানো হচ্ছে)

উদাহরণ: আদম খ্রীষ্টের এক প্রতিরূপ (রোমীয় ৫:১৪), মল্কিষেদক খ্রীষ্টের প্রতিরূপ (ইব্রীয় ৫:৬), ইত্যাদি।

গ) জীবনী পঠন পাঠন

বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্রগুলি সমন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে তাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি পাঠ করতে হবে। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করুন ঈশ্বর কিভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করেছেন; এছাড়াও দেখুন তাদের বিভিন্ন মনোভাব, বিভিন্ন যুদ্ধ জয় এবং পাপসকল।

ঘ) বাক্য অধ্যয়ন

শাস্ত্রে যে মূল শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের মূল অর্থ বোঝার জন্য বাইবেলের অন্য অনুবাদগুলি,অভিধান এবং বর্ণানুক্রমিক সূচী দেখুন। এবং খুঁজে বার করুন মূল ভাষায় লেখা বাইবেলে আর কোথায় সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভাবে চললে পবিত্র আত্মা আসলে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা পরিষ্কার হবে।

ঙ) বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকগুলি অধ্যয়ন

বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকগুলি যত্ন সহকারে পর পর পাঠ করুন। পাঠ করার সময় নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন তা কি অর্থ বহন করছে এবং কেমনভাবে আপনি তা আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

৬) আপনার বাইবেলে কিভাবে দাগ দেবেন

শাস্ত্র ভালোভাবে অধ্যয়ন করার একটি উপায় হলো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির তলায় দাগ দেওয়া এবং পাশে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখা।

ক) মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির তলায় পরিষ্কারভাবে পেন দিয়ে দাগ দিন

খ) বিভিন্ন রংয়ের পেন বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরতে ব্যবহার করতে পারেন, যেমন আত্মিক বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য সবুজ রং,খ্রীষ্টের মৃত্যু বোঝাতে লাল রং, ইত্যাদি।

গ) কোনো একটি পদের শেষে এক একটি অক্ষর লিখতে পারেন যেমন পরিত্রাণ বিষয়ে সেই পদটি হলে লিখুন 'প' বা স্বর্গের কথা বলা হলে তাতে 'স' দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ঘ) আপনি যে বিষয়টি অধ্যয়ন করছেন তার উপর আর যে যে পদগুলি বাইবেলে রয়েছে তা লিখে নিজের চেন রেফারেন্স তৈরী করুন। এর জন্য আপনাকে পদটির শেষে অন্য যে পদটিকে আপনি সম্পর্কযুক্ত করতে পেরেছেন তা তার পাশে লিখে নিন। এর পর পরবর্তী পদটির ক্ষেত্রেও তাই করুন পদটির শুরুতে আগের পদটি লিখুন এবং পদের শেষে এর পরের কোনো পদ যা তার সাথে সম্পর্কযুক্ত তা লিখে রাখুন। এই ভাবে করলে আপনি যখনই বাইবেলের কোনো পদ দেখবেন একই সাথে সেই পদটির আগের ও পরের পদগুলি কি রয়েছে তা আপনি সহজেই বের করতে পারবেন।

১. করিন্থীয় ৬ ঃ ১৯-২০

রোমীয় ১২ ঃ ১